মঞ্চসংবাদ-১

ডিসেম্বর ১৯৯২ / সদস্য-সহযোগীবন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের জন্য

[বন্ধ-'রুগ্ন' কলকারখানা ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর এবং এসব প্রশ্নে 'নাগরিক মঞ্চ'-এর প্রতি মাসের কাজকর্ম ও আগামী কর্মসূচি সদস্য, সহযোগী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জানানোর তাগিদ থেকেই 'মঞ্চ-সংবাদের' অবতারণা। সূচনা সংখ্যায় এই সময়সীমা, স্বাভাবিক কারণেই, বেশ দীর্ঘ—প্রায় ৭ মাস ॥]

বিগত কার্যসূচী: সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী

● **আন্তর্জাতিক শ্রমিকদিবস** : শিয়ালদহ স্টেশান, মে ২ : 'মঞ্চ' সহ আরো ২০টি বন্ধু শ্রমিক সংগঠনের যৌথ আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই জনসভা উপলক্ষে হিন্দি ও বাংলায় ৫ হাজার পোস্টার এবং ১৫ হাজার লিফলেট ছাপানো হয়। সভায় বন্ধ-'রুগ্ন' শিল্প ও পরিবেশ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন বিভিন্ন বন্ধ-'রুগ্ন' কারখানার এবং পূর্ব কলকাতার আক্রান্ত জলাভূমির শ্রমিক প্রতিনিধিরা। সভায় শ্রম-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক প্রতিবেদন Labour in West Bengal-এর বিকল্পরূপ '<u>পশ্চিমবঙ্গের আক্রান্ত শ্রমিক-১৯৯২</u>' [মঞ্চ-এর প্রকাশনা]-এর একটি কপি বন্ধ কারখানা ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর মজদুর ইউনিয়নের নেতা শ্রীমানিক মজুমদারের হাতে অর্পণ করে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মঞ্চ-এর সভাপতি ড. অজিত নারায়ণ বসু। এছাড়া সভায় 'বন্ধ কলকারখানা শ্রমিক : আত্মহত্যা ও অনাহার-মৃত্যু' শীর্ষক মঞ্চ-এর বার্ষিক সমীক্ষা কর্মসূচীর অসম্পূর্ণ ফলও প্রকাশ করা হয় :

> <u>আত্মহত্যা</u> : ১৭টি কারখানায় ৬০ জনের
> <u>অনাহার-মৃত্যু</u> : ২৯টি কারখানায় ১৫৩২ জনের
> [সমীক্ষা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ]

● **শংকর গুহনিয়োগী স্মরণ বক্তৃতা** : ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাকক্ষ, মে ৯ : 'বিষয়-ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা'। বক্তৃতা করেন—ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শ্রীগণেশ রায়, দক্ষিণ বিহারের শ্রমিক সংগঠক শ্রীএ.কে. রায় এবং মঞ্চ-এর সভাপতি ড. অজিত নারায়ণ বসু।

● **পূর্ব কলকাতার বিপন্ন জলাভূমির শ্রমিকদের সমর্থনে** : মে ২৩ : সল্ট লেক অঞ্চলের ৪ নং ভেড়ী ও অন্যান্য জলাভূমি মজদুর ও সাধারণ মানুষের উপর প্রশাসন ও প্রমোটারদের মদতে পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠন, নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে ঐ অঞ্চলে মিছিল, সল্ট লেক থানায় ডেপুটেশন এবং লিফলেট বিলি।

● **বন্ধ স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল শ্রমিকদের আন্দোলনে** : শ্রীরামপুর, মে ২১ : স্ট্যান্ডার্ড শ্রমিকদের সংগঠন 'স্ট্যান্ডার্ড ওপেন বাঁচাও কমিটি' এবং বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের (বালী, বেলুড়, বরাহনগর ইত্যাদি অঞ্চলের) সঙ্গে যৌথভাবে কারখানা খোলার দাবিতে শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থান এবং বিকালে মিছিল করে শ্রীরামপুর অঞ্চল পরিক্রমা।

● **রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের উপর নয়া-সরকারি আক্রমণের মোকাবিলায়** : হিন্দ মজদুর সমিতির দপ্তর, মে ২৯ : বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগের প্রায় ১১টি শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় সম্ভাব্য প্রচার আন্দোলন ও অন্যান্য কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা।
[সেই একই জায়গায়, এই বিষয়ে আহুত জুন ২৬-এর একটি যৌথ আলোচনাসভাতেও মঞ্চ অংশ নেয়। এই আলোচনায় বেশ কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পের শ্রমিক ইউনিয়নও যোগ দেয়]

● **মঞ্চ-এর ৩য় বার্ষিক সম্মেলন** : কমলাপুর হাইস্কুল (দমদম), জুন ৭ : সাড়ে ছ ঘন্টাব্যাপী এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি হল—(১) ৯জন সদস্যকে নিয়ে মঞ্চ-এর একটি 'প্রকাশনা, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন সেল' গঠন, (২) এই 'লিগ্যাল সেল' গঠনের উদ্যোগ, (৩) চটশিল্প ও ESI ইত্যাদি বিষয়ে যৌথ কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বন্ধু শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা এবং (৪) মঞ্চ-এর আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় সদস্যদের বার্ষিক এককালীন ১২০ টাকা চাঁদা দানে সম্মতি]

● **ই-এস-আই : অব্যবস্থার প্রতিকারের প্রয়াসে** :

* <u>জুন ৯</u> : মঞ্চ-এর উদ্যোগে ৩০টি বন্ধু শ্রমিক সংগঠনের যৌথ আলোচনায় ২৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ।

* <u>জুলাই ৭</u> : বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গের ৩০টি লোকাল অফিসের ম্যানেজারদের কাছে দাবিসনদ পেশ করেন ও আলোচনা চালান।
'<u>ই-এস-আই : সামাজিক সুরক্ষা (?)</u>'—পুস্তিকা প্রকাশ। পুস্তিকাটি ESI প্রসঙ্গে কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে মঞ্চ-এর ছয়মাস-ব্যাপী সমীক্ষার ফল।
ESI-এর বর্তমান অবস্থা নিয়ে হিন্দি (১০ হাজার) ও বাংলায় (২০ হাজার) একটি লিফলেট প্রকাশ।

* <u>জুলাই ১৪</u> : প.বঙ্গের ১২টি ESI হাসপাতাল সুপারদের কাছে ২৫ দফা দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি পেশ এবং স্মারকলিপি প্রদানকারী ও মঞ্চ-প্রতিনিধির নামে মানিকতলা ESI হাসপাতাল সুপার কর্তৃক থানায় হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের। প্রতিবাদে ২৫ জুলাই সকাল ১১টা থেকে মানিকতলা ESI হাসপাতালের সামনে মৌন অবস্থান ও ESI কর্মীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ।

* <u>জুলাই ২৮</u> : ৩০টি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি ESI (M B Scheme)-এর রাজ্য ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ২৫ দফা দাবি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

* <u>আগাস্ট ১১</u> : পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ও ESI কর্পোরেশনের ডিরেক্টরের কাছে যথাক্রমে ১৪ দফা (রাজ্য) ও ১১ দফা (কেন্দ্র) দাবি নিয়ে হাওড়া ও

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দুটি মিছিল গ্রান্ট স্ট্রীটের ESI কর্পোরেশনের হেড অফিসে এসে শেষ হয়। গেটে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। কর্পোরেশনের ডিরেক্টরের অনুরোধে আর একটি দিন আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়।

* অগাস্ট ২৮ : মঞ্চ-এর প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ESI কর্পোরেশন (পূর্বাঞ্চল) -এর ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রায় দু'ঘন্টা আলোচনা করেন। ডিরেক্টর কেন্দ্র সম্পর্কিত ১১টি দাবির বেশির ভাগই মেনে নেন এবং যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

● **ওয়েবেল শ্রমিকদের সংগ্রামে : জুলাই ২৬ :** রাজ্য সরকারের সংস্থা ওয়েবেল-এ কর্মী ছাঁটাই, একটি ইউনিটে লক আউট ঘোষণা ও প্রাইভেটাইজেশন-এর বিরুদ্ধে ওয়েবেল এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের আহ্বানে ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও মঞ্চ-সদস্য চিত্ত সরকারের বক্তৃতা।

● **ক্রেসিডা-কর্মীদের সংগ্রামে : চেতলা, অগাস্ট ৮ ;** ডিসেম্বর ৮৬ থেকে তথ্য সংগ্রহ-ব্যবসা সংস্থা ক্রেসিডায় বেআইনী লক আউট প্রত্যাহারের দাবিতে অবস্থানরত কর্মীদের তাঁবুর ওপর সমাজবিরোধীদের সহযোগিতায় মালিক পক্ষের হামলার প্রতিবাদে ক্রেসিডা এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পথসভা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা।

● **হিরোশিমা দিবস : শ্যামবাজার মোড়, অগাস্ট ৬ :** গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের আহ্বানে জলাভূমি বাঁচাও ও পারমাণবিক বিদ্যুত প্রকল্পের বিরুদ্ধে সভায় অংশগ্রহণ।

• আক্রান্ত মুদিয়ালি •

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ তথাকথিত 'উন্নয়নের' অজুহাতে একদা জঞ্জালের ভাগাড় ও সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চলের ওপর উল্লেখনীয় এক মৎস্যসমবায় ও প্রকৃতি উদ্যানের রূপকার মুদিয়ালি কো-অপারেটিভ-এর লীজ রিনিউ করা বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিবেশ ও জীবিকার উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীরা লড়ছেন আদালতে এবং বাইরে। নানা গণবিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনের সঙ্গে নাগরিক মঞ্চও এই লড়াই-এ সামিল। ৬ অগাস্ট এককভাবে এবং ৯ আগস্ট অন্য ৬টি সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে 'মঞ্চ'-এর কর্মীরা মুদিয়ালি যান তথ্যানুসন্ধানে। ফল : অন্য ৬টি সংগঠনের সঙ্গে মঞ্চ-এর যৌথ প্রকাশনা '<u>এবার আক্রান্ত মুদিয়ালি</u>' শীর্ষক পুস্তিকা। ১৮ অগাস্ট এই অপচেষ্টা থেকে বিরত হবার আবেদন জানিয়ে এই সংগঠনগুলি পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যানকে একটি স্মারকলিপি দেয়।

<u>সর্বশেষ পরিস্থিতি</u> : পোর্ট ট্রাস্ট চেয়ারম্যান হাইকোর্টে উচ্ছেদের মামলা করেছেন। চূড়ান্ত শুনানী এখনো হয়নি। উপরোক্ত সহযোগী সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে মঞ্চ-ও জনস্বার্থে বন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাজ্য সরকারও দৃঢ়-ঘোষণা করেছেন - বন্দর কর্তৃপক্ষ একাজ করতে পারে না।

জানবার কথা

- 2 lakhs cases pending before the High court
- There used to be 10 High court Judges for all of West Bengal
- Now 10 Judges cover one third of that area
- Latest reports reveal that out of 26,630 cases listed by and against it the West Bengal government lost 23,199 between 1984-85 and 1988-89. Some were lost simply because the government advocates failed to appear in court.

— J. Sarma Sarkar, The Telegraph, 1.12.92

▫ ই এস আই : সর্বশেষ পরিস্থিতি ▫

▫ মঞ্চ-এর ২৫ দফা দাবিকে সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে সমর্থন করেছে সি পি আই(এম) প্রভাবিত ই এস আই মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।

▫ শ্যামনগর ও কামারহাটি হাসপাতালে ৫০টি করে বেড বাড়ানো হয়েছে। মানিকতলার হাসপাতালে করোনারী-কার্ডিয়াক বিভাগ ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হবে এবং প্রতি ওয়ার্ডে ডায়েট চার্ট টাঙিয়ে দেওয়া হবে। মেডিক্যাল বিলের টাকা ফেরত (reimbursement) নিতে জেলার লোকদের আর কলকাতার হেডঅফিসে আসতে হবে না, জেলাতেই তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন ১২টি অ্যাম্বুলেন্সের সংযোজন ঘটেছে। ই এস আই কর্পোরেশন, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও প.বঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর বৈঠকে (১৭.১১.৯২) স্থির হয়েছে - ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ১২টি ই এস আই হাসপাতালগুলির অসুবিধা-অভিযোগের তদন্ত করে জানুয়ারিতে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 'পেশা-জনিত রোগের হাসপাতাল ৬ মাসের মধ্যে ঠাকুরপুকুরে চালু হবে, স্থির হয়েছে। ৫০জন নতুন প্যানেল-ডাক্তার নেওয়া হয়েছে, তিন বছর বাদে - যদিও হিসাবমতো এখনো ১০০টি পদ খালি আছে।

▫ আইনী সহায়তা ▫

১২ সেপ্টেম্বর ABSRU (অল বেঙ্গল সেলস্ রিপ্রেসেন্টেটিভস্ ইউনিয়ন)-এর সম্পাদকের আমন্ত্রণে IDPL-শ্রমিক-কর্মচারীদের বি আই এফ আর এবং অন্যান্য বিষয়ে মঞ্চ কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর মঞ্চ-এর পক্ষ থেকে বিজয় চৌধুরী, নর দত্ত ও পি চৌধুরী দিল্লি যান বি আই এফ আর ও এম আর টি পি সি-তে যথাক্রমে IDPL ও স্ট্যান্ডার্ড-ওপেক-এর শুনানীতে অংশ নিতে।

<u>পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ ও 'রুগ্ন' শিল্পের পুনরুজ্জীবনে</u>

<u>২২ দফা বিকল্প প্রস্তাব</u>

১২ সেপ্টেম্বর মঞ্চ দপ্তরে ৩০টি বন্ধ শ্রমিক সংগঠনের প্রায় ৫০জন শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিনিধি সহ মঞ্চের যৌথ আলোচনায় স্থির হয়, ২১ সেপ্টেম্বর মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যেশ্বর রাই দিবসে, অন্য বারের মত এবারও - বন্ধ-'রুগ্ন' শিল্পের পুনরুজ্জীবন, শ্রমিকদের অধিকার ও পুনর্বাসন বিষয়ে মঞ্চ-এর পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য ২২ দফা বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হবে এবং শিল্পায়ন -

---

নিরুদ্দেশ : ১৯৮৪-র জানুয়ারি থেকে ১৯৮৬-র মার্চের মধ্যে প.বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদের ১,৯৯০টি কয়লাভর্তি ওয়াগন খোয়া গেছে। পর্ষদ ও রেলকর্তৃপক্ষের যৌথ অনুসন্ধানে ১৯৯০-র ফেব্রুয়ারিতে ৮৮৮টির খোঁজ পাওয়া ...

দহ স্টেশনে জনসভা করা হবে। সেইমতো ২১ সেপ্টেম্বর গঙ্গ-এর প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ২২ দফা বিকল্প প্রস্তাব রাজ্যের মুখ্য সচিবের হাতে দেন ; বিকেলে শিয়ালদহ স্টেশনে জনসভা করে সাধারণ নাগরিকদের কাছে বিকল্প প্রস্তাবটি তুলে ধরা হয় এবং প্রস্তাবের স্বপক্ষে গণস্বাক্ষর কর্মসূচী চালানো হয়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপক গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে বিকল্প এই প্রস্তাবগুলিকে গণদাবিতে রূপান্তরিত করে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রদান করা হবে।

□ কারখানা সংবাদ □

ন্যাশনাল ট্যানারি : দীর্ঘ টালবাহানার পর ২০ নভেম্বর রাজ্য সরকার, একটি চালু সংস্থা হিসাবেই ৩৬৫ জন শ্রমিকের কারখানা ন্যাশনাল ট্যানারী অধিগ্রহণ করেছে। ২৪ নভেম্বরের মধ্যে দখল না নিলে আবার বিক্রির আদেশ দেওয়া হবে – এই ছিল কলকাতা হাইকোর্টের শেষ নির্দেশ। ৫ ও ১২ নভেম্বর মঞ্চ ও কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকের সংগঠন 'ন্যাশনাল ট্যানারী বাঁচাও কমিটি'র প্রতিনিধিরা যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্ত এবং মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রী সুজিত পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করে, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। ২৪ নভেম্বর সরকারি আধিকারিকরা অফিসিয়াল লিকুইডেটরের দপ্তরে গিয়ে কাগজপত্র বুঝে নেন এবং ২৭ নভেম্বর কারখানার দখল নিয়ে নেন। কারখানায় এখনও উৎপাদন শুরু হয় নি। প্রসঙ্গত, উৎপাদন বন্ধ থাকায় মে ১৯৯১ থেকে শ্রমিকদের কোনো কাজ বা রোজগার ছিল না। এখন রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করায়, সিটু'র কারখানা নেতৃত্ব শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে তাঁদের পক্ষে স্বাক্ষর করানোর নানা পন্থা নিয়েছে। যেমন : সই করলে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে, অন্যথায় কোয়ার্টার থেকে বার করে দেওয়া হবে। যদিও সেপ্টেম্বর ৯১-এ আদালতের নির্দেশ ছিল : ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ পরিচালিত 'কমিটি অব ম্যানেজমেন্ট'কে সমস্ত শ্রমিকের ৮ মাসের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দিতে হবে, যা তাঁরা আজও দেন নি। আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে এটা পরিষ্কার যে তথাকথিত এই নেতৃবৃন্দের কাছে অতিরিক্ত ৮ লাখ টাকা আছে। ২৫ নভেম্বর 'বাঁচাও কমিটি' সাধারণ সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে : (১) কাজ চালু করার যেকোনো ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার আগে তাঁদের নির্বাচিত তিনজন প্রতিনিধির সঙ্গে সরকারকে আলোচনা করতে হবে, (২) এই তিনজন ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনকে তাঁরা তাঁদের হয়ে কথা বলার অধিকার দিচ্ছে না, (৩) অফিসিয়াল লিকুইডেটরের কাছে শ্রমিকদের বকেয়া বাবদ যে টাকা গচ্ছিত আছে তা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই বিতরণ করতে হবে। ১১০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে 'বাঁচাও কমিটি' এই সিদ্ধান্তগুলি শ্রমমন্ত্রী শান্তিঘটক, শিল্পপুনর্গঠন মন্ত্রী পতিতপাবন পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন।

●

ক্যালকাটা কেমিক্যাল :

- ৯০০ শ্রমিক-কর্মচারীর ৩৬৫ জন স্বেচ্ছাবসরে যেতেন
- BIFR থেকে শ্রমিক সমবায়ের প্রস্তাব মজদুর ইউনিয়ন (CITU) প্রত্যাহার করবে
- ৭ জনের ছাঁটাই বদলে সাসপেন্ড করা হবে এবং ১৪ জনের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হবে

– এই জন্যে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী (বেআইনী?) চুক্তির ফলে আগস্ট ৯২ থে শ ওয়ালেস হাউসের হত হয়। রাজ্য সরকারের পূর্ণ মদতে ও সক্রিয় উদ্যোগে মজদুর ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। কারণ মালিক হলেন পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগকারী একমাত্র NRI ছাবাড়িয়া গোষ্ঠী – যার মূল্য ৩৬৫ জন শ্রমিকের চাইতে অনেক বেশি !

প্রসঙ্গত, নানা কায়দায় পুঁজি অন্যত্র সরিয়ে কোম্পানিটিকে 'রুগ্ন' করে যে ৯১-তে (সাধারণ নির্বাচনের ঠিক পরে) লক আউট ঘোষণা করে ছাবাড়িয়ারা BIFR এর শরণাপন্ন হয় এবং পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প জমা দেয়। বাস্তবসম্মত নয় বলে, BIFR এবং IDBI ও ব্যাঙ্কাদি লগ্নিকারী সংস্থা প্রস্তাবটি বাতিল করে, কারখানা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে, মজদুর ইউনিয়ন শ্রমিক সমবায়ের স্বপক্ষে একটি প্রকল্প পেশ করে। BIFR, IDBI, ব্যাঙ্ক প্রত্যেকের বিবেচনায় প্রস্তাবটি বাস্তবসম্মত হয়। ফলে ছাবাড়িয়া আতঙ্কিত হয় এবং রাজ্য সরকার মজদুর ইউনিয়নকে সরে আসতে বলে। সাধারণ শ্রমিকদের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে ইউনিয়ন নেতৃত্ব তাড়াহুড়োয় আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বাধ সেধেছে BIFR ও IDBI ! কারখানা খোলার ঠিক পরেই BIFR-এর শুনানীতে [মজদুর ইউনিয়নের কোনো প্রতিনিধি ছিল না] মালিকপক্ষ জানায় মজদুর ইউনিয়ন সমবায়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং তাঁরা ৪১০জন শ্রমিককে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে নতুন একটি পুনরুজ্জীবন প্রকল্প জমা দিতে চায় এবং বলে সেক্ষেত্রে শ ওয়ালেস অর্ধেক দায়ভার বহন করবে। কিন্তু কারখানার অপারেটিং এজেন্সি IDBI শ ওয়ালেস পুরো দায়ভার না নিলে কোনো নতুন প্রকল্পের পক্ষপাতি নয়, সেক্ষেত্রে তারা ওয়াইন্ড আপের পক্ষে। BIFR-ও রাজ্য সরকারকে চুক্তির ভিত্তি এবং চুক্তি শ্রমআইন মেনে হয়েছে কিনা জানাতে বলেছে ! প্রসঙ্গত, শ্রমিক সমবায় যে মালিকদের কাছে কি পরিমাণ আত্মের কারণ 'স্বেচ্ছাবসরের' টাকার অঙ্কের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায় – ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রতিশ্রমিক পাবেন বছরে ১৮০০ টাকা যার সর্বোচ্চ সীমা ১০ বছরের মোট বেতনের ৩০ শতাংশ। এ ছাড়া অন্য ন্যায্য পাওনা তো আছেই। নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে ইতোমধ্যেই ২১৯ জন 'স্বেচ্ছাবসর' নিয়ে নিয়েছেন। এ ছাড়া লকআউটের মধ্যে ৬০ জন VR নিয়েছেন।

●

হনুমান জুট মিল : হাওড়ার ঘুসুরিস্থিত হনুমান জুট মিল-এর ৩২০০ শ্রমিক গত ১৩ নভেম্বর থেকে আবার কাজ ফিরে পেয়েছেন। গত মার্চে সারা ভারত চটশিল্প ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার পর ১৭ জুন থেকে আবার কারখানাটির শ্রমিকরা লক-আউটের কবলে পড়েন। ২৮ সেপ্টেম্বর লক-আউট উঠে গেলেও মালিকানার হাতবদলের কারণে কাজ ফিরে পেতে শ্রমিকদের ৪৭ দিন লড়াই করতে হয়।

●

ইন্দোজাপান স্টীল কোম্পানি লি. (বেলুড়)

ওয়াণ্ডিং আপ-এর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে BIFR-এর সর্বশেষ শুনানীতে (২২জুলাই ১৯৯২) মালিকপক্ষের কোনো নতুন প্রস্তাব না-থাকায় এবং stekle mill টি বিক্রির ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কোনো বক্তব্য না থাকায় BIFR আদেশ দেয় : ① stekle mill

কথা বলুক, (২) ইন্দোজাপান স্টীল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের আবেদনমতো শ্রমিক সমবায়ের প্রস্তাবটি অপারেটিং এজেন্সির বিবেচনার জন্যে দেওয়া হোক এবং রাজ্য সরকার সমবায় হলে কি সাহায্য করতে পারবে তা জানাক। পরে আর্থসংস্থা IDB এবং এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আরও কয়েকমাস সময় চেয়ে BIFR এ আবেদন করে। ইতোমধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যৌথ পরিচালনার প্রকল্প (মেমোর‍্যান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং সহ) জমা দেওয়া হয়েছে।

●

স্ট্যান্ডার্ড-ওপেক : শ্রীরামপুরস্থিত পূর্বভারতের একমাত্র পেনিসিলিন উৎপাদক এই কারখানাটি মে, ১৯৯১ থেকে বন্ধ। মালিক বরোদার আম্বালাল সারাভাই এন্টারপ্রাইস (ASE)। ১৯৮৩ তে রাজ্য সরকার, ম্যানেজমেন্ট ও স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলির (CITU, INTUC অনুমোদিত) মধ্যে সম্পাদিত এক অদ্ভুত চুক্তিবলে স্ট্যান্ডার্ড থেকে 'ওপেক ফর্মুলেশান' বিভাগটিকে আলাদা করে 'ওপেক ইনোভেশনস্' নামক কোম্পানিটির উদ্ভব। চুক্তিমতো ১১০০ শ্রমিকের ৮৩০ ওপেকের আওতায় চালান হয়ে যায় কিন্তু ফার্মা বিভাগ এবং যেসব ওষুধ ওপেক ফর্মুলেশান তৈরী করত তার শিল্প লাইসেন্স যা ওপেকের পাওয়ার কথা, কিছুই তাকে দেওয়া হয় না। বিনিময়ে দেওয়া হয় স্ট্যান্ডার্ডের তৈরী ওষুধের ওপর ১০-১২% সার্ভিস চার্জ। পাশাপাশি ওপেকে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন আর্থ সংস্থা থেকে নেওয়া ১০ কোটি টাকার ঋণও অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। যথারীতি ১৯৮৯এ বিপুল ঋণের বোঝা মাথে নিয়ে ওপেক BIFR এ পুনরুজ্জীবনের জন্য আরো অর্থের দাবি নিয়ে হাজির হলে ব্যাঙ্ক, আর্থসংস্থা, অপারেটিং এজেন্সি সবারই বক্তব্য ছিল হয় ১৯৮৩-র পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ও ওপেককে একটি কোম্পানিতে পরিণত করতে হবে নতুবা বিভাজনের সমস্ত চুক্তি মানতে হবে — অন্যথায় পুনরুজ্জীবন অসম্ভব।

সরাসরি শ্রমিক সংগঠন নয় এমন একটি নাগরিক সংস্থারূপে ভারতে নাগরিক মঞ্চই সর্বপ্রথম জনস্বার্থে BIFR এ ওপেকের শুনানীতে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ পায়। ১ আগস্ট ১৯৯১এ BIFR এ শুনানীতে মঞ্চ তথ্য প্রমাণ সহ স্ট্যান্ডার্ড কর্তৃপক্ষের (ASE) বিরুদ্ধে বেআইনী বিভাজনে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ওপেককে 'রুগ্ন' করার অভিযোগ এনে তদন্তের আবেদন জানালে BIFRএর বেঞ্চ সদস্যরা বলেন :(১) বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ পর্যায়ে তদন্ত করা যায় না, (২) যেহেতু কোম্পানিটি একচেটিয়া শিল্প নিয়ন্ত্রন বিধি (MRTP)-র লাইসেন্সভুক্ত সেহেতু ঐ ধরনের কোনো আইনী সংস্থার কাছেই বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া উচিত এবং (৩) সেখান থেকে কোনো সুপারিশ এলে BIFR বিষয়টি বিবেচনা করবে।

৮ জানুয়ারি ১৯৯২-এ নাগরিক মঞ্চ ও অন্য কয়েকটি গণবিজ্ঞান ও শ্রমিক সংগঠনের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে ১৯ ও ২০ অক্টোবর দুদিন MRTPC-তে শুনানী হয়। শুনানীতে আমাদের আইনজীবী তথ্যপ্রমাণসহ ASE কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি আনেন : (১) কিভাবে এবং কেন স্ট্যান্ডার্ড ও ওপেক বিভাজন হল ? (২) চুক্তি অনুযায়ী যেসব সম্পদ ওপেকের পাওয়ার কথা ছিল তা দেওয়া হল না কেন ? (৩) সামান্য সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সমস্ত ফান্ড অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এবং (৪) অন্য প্রতিযোগী কোম্পানি (নিজেদেরই) যাতে একই ধরনের ওষুধ বেশি দামে বাজারে বিক্রি করতে পারে, সেজন্য এই কোম্পানিটিকে সুপরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্তে যা জীবনদায়ী ওষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি সর্বনিম্ন উৎপাদনের হারকে লঙ্ঘন করেছে। ২৭ নভেম্বর MRTPC-র চেয়ারম্যান মি. ভার্মা ও সর্দার আলি এক আদেশে জানান — কমিশন কেসটি গ্রহন করেছে এবং ASE কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করেছে কমিশনে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের জবাব দিতে।

এদিকে BIFR-এ ২২ নভেম্বর 'ওয়াইন্ড-আপ'-এর আদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে শুনানী হয় তাতে রাজ্য সরকার আরো সময় প্রার্থনা করে বলেন কারখানাটি কিনতে উৎসাহী এক শিল্পপতির (চান্দ্রা অ্যান্ড সন্স-এর একজন NRI) সঙ্গে কথা বলার জন্য রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ASE-র চেয়ারম্যান মি. দিবাতিয়া ১৬ নভেম্বর কলকাতা আসছেন। উপস্থিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট জানায় তাঁদের চেয়ারম্যানের কলকাতা আসার খবর তাঁদের জানা নেই, কাজেই ওয়াইন্ড আপ দেওয়া হোক। নাগরিক মঞ্চ-এর প্রতিনিধি বলেন, বিষয়টি MRTPC-র বিবেচনাধীন, সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেন না-দেওয়া হয় এবং বিকল্প হিসাবে শ্রমিক সমবায়ের কথা ভাবা যায়। সমবায়ের ব্যাপারে BIFR বেঞ্চসদস্য উপস্থিত শ্রমিক নেতাদের অভিমত জানতে চাইলে তাঁরা নেতিবাচক উত্তর দেন। MRTPC-র বিষয়ে বেঞ্চ সদস্য বলেন, "রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে MRTPC কি করবে? যা করার আমরাই করবো।" তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ১ আগস্ট ৯১ এ MRTPC-তে যাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন এবং ওপেক একটি অদ্ভুত ধরনের মামলা, এখানে ওয়াইন্ড আপ দেওয়ার অর্থ শ্রমিকের সর্বনাশ এবং জনগণের অর্থের অপচয়। কারণ ওপেকের লাখ টাকার সম্পত্তি নেই। ফলে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাবে না, ব্যাঙ্ক ও আর্থ সংস্থার ১০ কোটি টাকার ঋণও পরিশোধের প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু BIFR বেঞ্চ তড়িঘড়ি রায় দেন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কোনো নতুন প্রস্তাব না পেলে 'ওয়াইন্ড আপ' আদেশ দেওয়া হবে।

<u>সর্বশেষ সংবাদ</u> : দিবাতিয়া রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছেন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আসবেন বলে। রাজ্য সরকার এই মর্মে আরও সময় চেয়ে BIFRএ টেলেক্স করেছেন। স্ট্যান্ডার্ড-ওপেক শ্রমিকদের বাঁচাও কমিটি BIFR কে অনুরোধ করেছে সমবায়-প্রস্তাব বিবেচনা করতে এবং প্রস্তাবের পক্ষে তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার ও স্বাক্ষর অভিযান চালাচ্ছেন।

বাবরি মসজিদ যাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাঙা হয়েছে তারা ভারতের সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের পরম শত্রু। এই অপরাধীদের কঠোর শাস্তি চাই। কিন্তু আমরা যারা এ ঘটনার কেবল নিন্দা করছি ও দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য কেবল প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থেকেছি তাদের অপরাধও কম নয়। মেহনতী মানুষ ও অন্য নাগরিকদের জীবন জীবিকা ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টার মধ্যদিয়েই আমাদের নিষ্ক্রিয়তার অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারি।

নাগরিক মঞ্চ-এর পক্ষে, প্রকাশ করেছেন বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়